সৎ গুনাবলি

১. সৎ গুনাবলি বা ভাল আদাব কিছু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবে দিয়ে থাকেন। একই সাথে তা (ভাল আদাব) অনুশীলনের মাধ্যমেও অর্জন করা সম্ভব। আমাদের সবার মাঝেই কমবেশি ভাল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বভাবতই রয়েছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে ভাল গুণগুলো আমাদের নেই তা অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

২. প্রচলিত ধারণা হচ্ছে ভাল আচরণ করতে হবে শুধু মানুষের সাথে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদেরকে ভাল আচরণ(manners) প্রথমত দেখাতে হবে মহান আল্লাহর সাথে।

৩. আল্লাহর প্রতি আখলাক প্রদর্শনের প্রথম ধাপটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল কিছু আমাদেরকে দ্বিধাহীন চিত্তে ও নিঃসংকোচে মেনে নিতে হবে।

৪. আল্লাহর প্রতি আখলাক প্রদর্শনের আরেকটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সকল আদেশ-নিষেধ আমাদেরকে খুশী মনে সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সকল সিদ্ধান্ত এবং আল্লাহর নির্ধারিত ক্বদ্‌রকে ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে মেনে নেয়া আল্লাহর প্রতি আখলাক প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "আল্লাহ কেন এমন করলেন..." এই ধরণের কথা বলা মারাত্মক গোনাহ।

৬. রসূল (সঃ) এর প্রতি আখলাক প্রদর্শন করাও মুসলিমদের দায়িত্ব। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আদেশ-নিষেধ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রতি আসা যে কোন ধরণের আক্রমণ সঠিক পন্থায় প্রতিহত করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

৭. হাসান আল বসরী (রহঃ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের প্রতি আখলাক প্রদর্শনের মাঝে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এর প্রথমটি হচ্ছে কোন মানুষকে কোন অবস্থায়ই কোন প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না।

৮. মানুষের প্রতি আখলাক প্রদর্শনের দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে সব মানুষকে যে কোন উপায়ে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করা।

৯. মানুষের সাথে ভাল আচরণ প্রদর্শনের তৃতীয় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে মানুষের সাথে হাসিমুখে ব্যবহার করা। একজন ভাল মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি তার আচরণের মাধ্যমে মানুষের মনে খুশির সঞ্চার করেন।

১০. সুন্দর আচরণ ও ভাল আদাব শেখা ও জানার সবচেয়ে ভাল উৎস হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবন।

একটি ইবানা মিডিয়া প্রকাশনা